দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 29 OCT 2002
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গোলটেবিল বৈঠক

প্রথম শ্রেণী থেকেই ইংরেজী বাধ্যতামূলক ॥ শিক্ষকদের উচ্চতর পৃথক বেতন স্কেল ॥ আন্তঃবোর্ড বদলির চিন্তাভাবনা

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ গতকাল রবিবার শিক্ষামন্ত্রণালয় আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে একাডেমিক শৃঙ্খলা জোরদার করার আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে, মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে শিক্ষকদের জন্য পৃথক উচ্চতর বেতন স্কেল প্রদানের চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। মাতৃভাষা বাংলার পাশাপাশি প্রথম শ্রেণী থেকেই ইংরেজী হবে বাধ্যতামূলক। টেস্ট অংশ না নিয়ে কোন ছাত্র-ছাত্রী (২য় পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

প্রথম শ্রেণী থেকেই

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বোর্ডের পরীক্ষায় বসতে পারবে না। শিক্ষা বোর্ডসমূহের কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে আন্তঃবোর্ড বদলীর ব্যবস্থা করা হবে। নিম্নমানের আওতায় আসা শতকরা ৩০ ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অবিলম্বে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। বিয়াম মিলনায়তনে 'শিক্ষা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও সংস্কারের এক বছর' শীর্ষক এই বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ এম ওসমান ফারুক, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আনম এহছানুল হক মিলন, শিক্ষা সচিব মোহাম্মদ শহিদুল আলম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর এমাজ উদ্দীন আহমদ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ এমএ বারী, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আব্দুল মোমেন চৌধুরী, আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ফয়েজুর রহমান, সেন্টগ্রেডেম কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার বেনজামিন ডি কস্টা, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সবদার আলী, বিশিষ্ট শিক্ষক নেতা প্রফেসর শরীফুল ইসলাম, মিরপুর সরকারী বাংলা কলেজের অধ্যক্ষ ফিরোজা বেগম ও গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রশীদ উদ্দিন জাহিদ বক্তৃতা করেন। বৈঠকে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের গত ১ বছরের কর্মকাণ্ডের বিশদ বর্ণনা দেয়া হয়। 'শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড' সম্পর্কে বৈঠকে জানান হয়, যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে জাতীয় কারিকুলাম কমিটি গঠন করা হয়েছে। বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য অবসর ভাতা আইন মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে, ইংরেজী মাধ্যম স্কুলসমূহ জরিপের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ৬৪টি জেলায় ৩ মাস মেয়াদী অবৈতনিক ইংরেজী শিক্ষার সান্ধ্যকালীন প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। ৬টি বিভাগীয় শহরে ল্যাংগুয়েজ ল্যাবরেটরী স্থাপনের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। দেশে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে মাদ্রাসাসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ পর্যায়ে ভোকেশনাল কোর্স শক্তিশালী করণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। হাজতী শিশু-কিশোরদের জন্য ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ দানের ব্যাপারেও প্রকল্প প্রস্তুত করা হয়েছে।